Ekush (Bengali Community Newspaper) Hollywood, California, USA ▲ Volume 02, Issue 10, September 11,2007 ▲ www.ekush.info ▲ সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৭, মঙ্গলবার ▲ ২৭ শাবান ১৪২৮ ▲ ভাদ্র ২৭, ১৪১৪

সাধারন মানুষের প্রতিবিম্ব-একুশ

একুশ পত্রিকার সমস্ত ছবির স্পন্সর: লতিফা খান শিউলী
রিভারসাইড ক্যালিফোর্নিয়া ফ্রাঞ্চাইজী

visit us: www.Ekush.info

বাংলাদেশ সেন্টারে আয়োজিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্যোগে জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৩২তম শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন

ফোবানার ব্যানারে ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ায় ফল্‌স চার্চে আরেকটি সম্মেলন

ওয়াশিংটন ফোবানা সম্মেলনে নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান ড. শাহাজাহান মাহমুদের সাথে বিদায়ী চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সালুসহ অন্যান্যরা ছবি: ভিওবিডি

ভিওবিডি, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে
ফোবানার ব্যানারে ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়ায় ফল্‌স চার্চে আরেকটি সম্মেলনের ঘোষণা দেয়া হলেও পূর্ব নির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী ৩১ আগস্ট কোন ধরনের উদ্বোধন হয়নি। তবে শ'খানেক প্রবাসীর উপস্থিতিতে স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়দিনে মিসিগান সিটি কাউন্সিলম্যান সাহাব আহমেদ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডঃ আকবর আলী খানকে এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি আসতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দুর্নীতির মামলায় সাফাই সাক্ষি দিয়েছেন বলে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের হুমকি দেয়া হয়। এ কথা জানার পরই ডঃ আকবর আলী খান সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছেন এবং সম্মেলনে যোগদান করা সম্ভব নয় বলেও আয়োজকদের জানিয়েছেন। বিকল্প হিসেবে সাপ্তাহিক ২০০০ এর সম্পাদক গোলাম মোর্তজার নাম প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু গোলাম মোর্তজা যথাসময়ে ভিসা পাননি বলে ওয়াশিংটন ডিসিতে আসতে পারেননি। ফলে আয়োজকরা পড়েন নাজুক অবস্থায়।

লস এঞ্জেলেসের প্রাক্তন কনসাল জেনারেল এখন নিউইয়র্ক কনসাল জেনারেল

নিজস্ব প্রতিনিধি

লস এঞ্জেলেসের প্রাক্তন কনসাল জেনারেল জনাব সামসুল হক এ বছরের প্রথম দিকে বিদায় নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে ফরেন সার্ভিসে ডিরেক্টর অব ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে যোগ দেন এবং গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ সনে নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল হিসাবে যোগদান করেছেন। একুশ-এর সাথে এক সাক্ষাৎকালে তিনি লস এঞ্জেলেসবাসীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং দোওয়া প্রার্থনা করেন। তিনি জানান, অচিরেই ব্যক্তিগত সফরে লস এঞ্জেলেসে সকলের সাথে দেখা করতে আসবেন।

বালা'র নির্বাচন আগামী ২ ডিসেম্বর, ২০০৭

একুশ ডেস্ক
দীর্ঘ এগারো (১১) বছর পর পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে বালা পুনরুজ্জীবিত হতে যাচ্ছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ ক্যালটেক্স লং বীচে ডীন ডঃ বিডি খানের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন মিটিং-এ আগামী ২ ডিসেম্বর, ২০০৭ এ বালার নির্বাচন হওয়ার কথা ধার্য করা হয়। অচিরেই নমিনেশন জমা দেওয়ার ফর্ম দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। নির্বাচনে কোন প্যানেল থাকতে পারবে না বলে ঘোষণা দেন চীফ কমিশনার ডঃ বিডি খান। নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য এবং পরামর্শদানের জন্য কমিশন সিটিজেন এডভাইজরি গ্রুপ করার পরিকল্পনা করবেন বলে জানা গেছে।

লস এঞ্জেলেসে

বাংলা সংস্কৃতি উৎসব

গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৭, শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ একাডেমী অব লস এঞ্জেলেস আয়োজিত বাংলা সংস্কৃতি উৎসবটি একটি ভিন্নতর আমেজে উদযাপিত হলো টরেন্স সিভিক সেন্টারের বিশিষ্ট জেমস আর্মস্ট্রং থিয়েটারে। উৎসবটি নিবেদিত হয়েছিলো অসুস্থ প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের চিকিৎসার সাহায্যার্থে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক পর্বে সমাপ্ত হলো। তার মধ্যে অন্যতম ও আকর্ষণীয় ছিলো তরুণ শিল্পী বাংলাদেশ একাডেমীর পিয়াল হোসেনের তবলা গ্র্যাজুয়েশন।

বাংলাদেশ একাডেমীর পরিচালক শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ভিন্ন সংস্কৃতির বৈরীতার মধ্যেও অধ্যবসায়, ভিশন আর প্রতিভা যদি থাকে নিজস্ব সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনও করা যায়। বাংলাদেশ একাডেমী নিরলস সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সহযোগিতার জন্য বাঙালি সুধী সমাজকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠান শুরু হয় নব প্রজন্মের বাংলা গানের কাকলীতে। অংশগ্রহণে নিলীমা, অহনা, ইশিকা, আনিকা, লিভানা, নিবিড়, অভি, প্রীতম, তমাল, নিটোল, ফারহান। ক্ষুদে শিল্পীদের মধ্যে একক সংগীত পরিবেশন করে আনিকা হোসেন, অভি, রাশা ও প্রীতম। নৃত্য পরিবেশন করে তাবাসসুম। শিশুদের পাশ্চাত্য সংগীত পরিবেশনা ছিলো। ভায়োলীনে ফারহান হোসেন আর গান পরিবেশন করে জন ও সোহান, তারপর অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ ধারাবাহিক ও সুশৃংখল সিকোয়েন্সে চলতে থাকে। এ পর্যায়ে গান পরিবেশন করে নিটোল ও তমাল হোসেন, তবলায় পিয়াল হোসেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সুপরিচিত শিল্পীদের মধ্যে আবেদ রাজ্জাক, আজিজা রহমান সুমন, রিয়া, শহীদুল আলম গান পরিবেশন করে। নৃত্য পরিবেশনায় মৌ ও মবি। নৃশরার অনবদ্য ও চমৎকার পরিবেশন শৈলীতে দর্শকনন্দিত হয়। নৃত্য বিভাগের বাংলাদেশ একাডেমীর প্রাক্তন শিক্ষিকা একাধিক জাতীয় শিশু পুরস্কারপ্রাপ্ত নৃত্যশিল্পী মিতা হোসেন অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন করেন।

সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি ছিলো পিয়াল হোসেনের একটানা নিরলস অধ্যবসায়, তবলা অনুশীলন ও রীতিনীতিতে প্রশিক্ষণ শেষে গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তির গৌরবময় অংশ। এ পর্বে আহত ডান হাত নিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট অসাধারণ তবলা লহরীর চমকে দর্শকদেরক বিমুগ্ধ করে রাখে। পিয়ালের আমন্ত্রণক্রমে আশীর্বাদক গুরুজী পন্ডিত শশাঙ্ক বখশী মঞ্চে আসেন। মুকতাদীর চৌধুরী গ্র্যাজুয়েশন পর্বটি পরিচালনা করার জন্য মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। গুরু-দক্ষিণা হিসেবে পন্ডিত শশাঙ্ক বখশী গুরু-শিষ্য পরম্পরার বাঁধনের রাখী পিয়ালের ডান হাতে পড়িয়ে দেন। ..পৃ..৭

বাংলাদেশী আমেরিকানদের জন্য বাংলাদেশের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিপজ্জনক

◁ প্রথম পাতার পর:
মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির আগে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যাক।
গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭-এ দৈনিক ইত্তেফাকের খবর ঃ **"নিউইয়র্কে বিক্ষোভ আন্দোলনকারীদের তালিকা তৈরী হচ্ছে"**। ঐ খবরে বলা হয় যে একটি বিশেষ মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশের একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তিন কর্মকর্তা নিউইয়র্কে এসেছে এবং তারা আন্দোলনকারী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নাম, ছবি, অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করেছে। ঐ খবরে আরো বলা হয় যে ''জন্মসূত্রে বাংলাদেশী অথচ মার্কিন পাসপোর্টধারী কোন আন্দোলনকারীই যাতে নিস্তার না পায় সে লক্ষ্যে তাদের প্রতিকৃতি ও ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরবরাহ করা হবে''। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আন্দোলনকারী নেতাকর্মীদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তবে আন্দোলন করছেন না এমন নেতার উপর তারা নাখেশ নন ; বরং তাদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এই হলো মাতৃভূমির সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি।

জন্মসূত্রে অথবা বাবা-মা জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক বিধায় বাংলাদেশী নাগরিক এমন কেউ যিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ যিনি বাংলাদেশী আমেরিকান, তিনি দ্বৈত জাতীয়তাও বহন করেন বটে। উপরে উল্লেখিত এমন কেউ, যিনি এখনো থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে ঐ রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন তার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটি কেমন তা দেখার চেষ্টা করা যাক।

যুক্তরাষ্ট্র দ্বৈত জাতীয়তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত অথচ এই ব্যাপারটি নীতিগতভাবে সমর্থন করে না। দু'টি ভিন্ন নাগরিকত্ব এবং জাতীয়তার জটিলতা এড়াতেই এই নীতি। আবার ন্যাচারালাইজেশনের সময় যুক্তরাষ্ট্র ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীকে পূর্বের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতেও বাধ্য করে না অথচ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় তার পূর্বের দেশের সাথে সম্পূর্ণভাবে আনুগত্য সম্পর্ক ছিন্ন করবার। এ ব্যাপারে State Department এর ব্যাখ্যাসমূহ এবং সতর্কবাণী দ্বৈত জাতীয়তার নাগরিকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে ভুলভ্রান্তি হলে তা হয়তো নাগরিকত্ব হারাবার মতো ভয়ংকর ব্যাপারেও গড়াতে পারে। এ ব্যাপারে Advise about possi- ▶পৃ..৫

ঘরোয়া রাজনীতি চালু হওয়ার প্রথম দিন

আ'লীগ কার্যালয়ে সারাদিন ছিল নেতাকর্মীদের ভিড় বিএনপির কার্যালয়ের তালা খুলতে দেয়নি পুলিশ

◁ প্রথম পাতার পর:

নবনিযুক্ত মহাসচিবের বক্তব্যের সময় নেতাকর্মীরা খালেদা জিয়ার পক্ষে স্লোগান দেন এবং করতালি দিয়ে তার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানান। দেলোয়ার এ সময় দু' আঙুল তুলে 'ভি' চিহ্ন দেখান। তিনি বলেন, আজ হাজার হাজার নেতাকর্মী বিএনপি অফিসের সামনে অপেক্ষা করছে। তাদের ঢুকতে না দেওয়া অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক।

সাবেক সাংসদ অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, মেহেদি আহমেদ রুমি, মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান, হেলেন জেরিন খান, শিরিন সুলতানা, ফেরদৌস আক্তার ওয়াহিদা, ফাহিমা হোসাইন জুবলি, সাইমুম বেগম, বিলকিস জাহান শিরিন, রেহানা আক্তার রানু, ফয়জুন্নেসা মনি, শিরিনা আক্তার রিনা, বিএনপির সহ.দফতর সম্পাদক রিজভী আহমেদ, যুবদল নেতা তরিকুল ইসলাম বনি, মাহবুবুল হক নান্নু, জাসাস নেতা বাবুল আহমেদ ও রেজাবউদ্দৌলাহ চৌধুরী, কৃষক দলের নেতা শাহজাহান মিয়া সম্রাট, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি খোন্দকার বাবুল চৌধুরীসহ কয়েকশ' নেতাকর্মী বিএনপি অফিসের সামনে ছিলেন। দুপুর ২টার দিকে খোন্দকার দেলোয়ার চলে যাওয়ার পরও অসংখ্য নেতাকর্মী সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। ২টার পরে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম শামসুল ইসলাম, চৌধুরী তানভির আহমেদ সিদ্দিকী, আব্দুল মতিন চৌধুরীসহ আরও কয়েকজন নেতা বিএনপি অফিসের সামনে গিয়ে ঘুরে আসেন। সকালে পুলিশের নিষেধাজ্ঞার কথা শুনে বিএনপি নেতা রিজভি আহমেদ ও মহিউদ্দীন খান মোহন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে যান। প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করলেও অফিস খোলার অনুমতি পাননি তারা।

বিএনপি অফিসে নেতাকর্মীরা ঢুকতে না পারলেও বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে আসা নেতাকর্মীরা ঢুকতে পেরেছেন। সকাল ১০টায় আওয়ামী লীগ অফিস খুলেন অফিসের কর্মচারী আব্দুর রাজ্জাক বিটু বিশ্বাস। এরপর তিনি দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সকাল থেকেই এখানে দলের কেন্দ্রীয়সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ভিড় করেন। তবে দুপুরের আগ পর্যন্ত হাবিবুর রহমান সিরাজ ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোনও কেন্দ্রীয় নেতাকে দেখা যায়নি। তবে ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর অফিস করে দুপুরের দিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগের অফিসে আসেন দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস। সেখানে পৌঁছে তিনি দলের কর্মীরা ও সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় উপস্থিত কর্মী.সমর্থকরা তাকে সংস্কারের পক্ষে কথা না বলে শেখ হাসিনার মুক্তি চেয়ে বক্তব্য দিতে বলেন। এ সময় মুকুল বোসের সঙ্গে থাকা কয়েকজন উপস্থিত কর্মী.সমর্থকদের চুপ করতে বললে তারা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। পরিস্থিত আঁচ করতে পেরে দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে না ঢুকে দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করেন মুকুল বোস। এর আগে মুকুল বোস আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর অফিসে যান। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের কাছে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিন-ার মুক্তি দাবি করেন। ওই অফিসে দলের উপদফতর সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে সকাল ১১টার দিকে দলের সহযোগী সংগঠন যুবলীগের অফিসে যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আসা দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন ফয়েজ উদ্দিন, ফরিদুর নাহার লাইলি, আব্দুস সাত্তার মাসুদ, মাসুদ চৌধুরী, হাবিবুর রহমান আকন, জসিম উদ্দিন, আবু কাউসার মোলা, সাইদুল করিম, আরিফুর রহমান টিটু, মোবাশ্বের চৌধুরী, আমজাদ হোসেন, এমএ করিম, আরিফ হোসেন জয়, এমরান হোসেন, রেজাউল করিম রেজা, বেলায়েত হোসেন, তসলিম আহমেদ, মনু মিয়া, ফরিদা ইয়াসমীন, মাসুদুর রহমান, নজরুল ইসলাম, নাসিমুল হক, জহিরুল আলম, আসাদুজ্জামান, মতিউর রহমান মতি প্রমুখ।

আবারো বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে সিরাজগঞ্জ শহর ঃ

◁ প্রথম পাতার পর:

দুই শতাধিক গ্রামে জমির ফসল ও সবজি বাগান ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় দেখা দিয়েছে।
যমুনা নদীর পানি বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার ৩৭ সেন্টিমিটার মিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ৬৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার তিনটি উপজেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করছে। যমুনার পানিতে ইতোমধ্যে দেওয়ানগঞ্জ-হলকারচর, ইসলামপুর-গুঠাইল ও মেলান্দহ-মাহমুদপুর সড়কের বিভিন্ন অংশ তলিয়ে যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে।
ফের শুরু হওয়া এ বন্যায় তলিয়ে গেছে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর ফসলি জমি। জেলার সাতটি উপজেলার ২ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। শফিউদ্দিন বিটু নয়া দিগন্ত

ঘরোয়া রাজনীতির ১১ শর্ত

এগারো শর্তে ঘরোয়া রাজনীতি চালাতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলো। দীর্ঘ আট মাসেরও বেশী সময় পর ঘরোয়া রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গত রবিবার রাতে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলের সভা কেবল ঢাকা মহানগর এলাকায় করা যাবে। যে-কোন সভার বিষয়ে পুলিশ কমিশনারকে অন্তত ২৪ ঘন্টা আগে জানাতে হবে। সভার সাংগঠনিক এবং সংসদ নির্বাচনের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা যাবে না। দলের সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র সচিব মোঃ আব্দুল করিম এই প্রজ্ঞাপনটি জারি করেন। প্রকাশিত এই গেজেটে বলা হয়েছে, এসআরও নং ২১৯-আইন/২০০৭ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ শর্তসাপেক্ষে কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সভা অনুষ্ঠান বিষয়ে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করল, যথা ঃ (ক) রাজনৈতিক দলের সভা কেবল ঢাকা মহানগর এলাকায় অনুষ্ঠান করা যাবে;
(খ) কোন রাজনৈতিক দলের সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষ হতে সভা অনুষ্ঠিত হবার অন্তত চব্বিশ ঘন্টা আগে ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করতে হবে; (গ) সভায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) জন সদস্য অংশগ্রহণ করতে পারবেন; (ঘ) সভায় ৫০ (পঞ্চাশ) জনের অধিক সদস্য অংশগ্রহণ করতে হলে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের অন্তত আটচল্লিশ ঘন্টা আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে; (ঙ) সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অথবা ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত উক্ত দলের কোন সদস্যের বাসভবন, কমিউনিটি সেন্টার, হোটেল বা রেস্টুরেন্ট-এর অভ্যন্তরে ঘরোয়া পরিবেশে সভা অনুষ্ঠান করতে হবে; (চ) উন্মুক্ত স্থানে বা উন্মুক্ত স্থানে সামিয়ানা টানিয়ে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠান করা যাবে না; (ছ) সভায় কেবল দলীয় সাংগঠনিক এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে এবং উহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না; (জ) সভায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না; (ঝ) সভায় প্রচার মাধ্যমের কর্মিগণ কেবল সভার সংবাদ সংগ্রহের জন্য উপস্থিত থাকতে পারবেন; (ঞ) সভার কার্যক্রম কোন ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না, তবে সভার সংবাদ বা সংবাদচিত্র নিয়মিত সংবাদের অংশ হিসেবে সম্প্রচার করা যাবে; (ট) সভায় এমন কোন শব্দ-যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না যার মাধ্যমে সভার আলোচনা বা কার্যক্রম সভাস্থলের বাইরে সাধারণ জনগণের জন্য শ্রবণযোগ্য করা হয়।

গেজেটের পাদটিকায় এক ব্যাখ্যায় বলা হয়, "এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'রাজনৈতিক দল' অর্থে উহার কোন অংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে"।
আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, রাজনীতিতে দুর্নীতির কারণে গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়েছিল। তাই ঘরোয়া রাজনীতি করতে গিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে কি ধরনের রাজনীতি বা গণতন্ত্রের জন্য তারা কাজ করবেন।

লস এঞ্জেলেসে প্রচন্ড তাপদাহ ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জনজীবন অতিষ্ঠ

তপন দেবনাথ
গত সপ্তাহকাল ধরে লস এঞ্জেলেসে প্রচন্ড তাপদাহে জন জীবনে চরম স্থবিরতা নেমে এসেছে। ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ পর্যন্ত তাপমাত্রা ছিলো অসহনীয়। প্রায় প্রতিদিন তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট অতিক্রম করলেও গত ২ সেপ্টেম্বর, রবিবার তাপমাত্রা ছিলো সর্বোচ্চ ১২১ ডিগ্রী ফারেনহাইট যা গত ৫৫ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। এদিন রাস্তাঘাট ছিলো প্রায় জনশূন্য। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রেতার অভাবে অলস সময় কাটাতে দেখা গেছে। এই প্রচন্ড গরমে শিশু ও বয়স্কদের অবস্থা ছিলো অবর্ণনীয়। যাদের শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র নেই তাদের অবস্থা ছিলো খুবই করুণ।
এদিকে গত সোমবার রাত আটটার দিকে থার্ড স্ট্রীট ও মারিপোসায় বিকট শব্দে ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে গেলে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকাসহ লস এঞ্জেলেসের একাংশে নেমে আসে ভুতুড়ে অন্ধকার। জন জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। কখন বিদ্যুৎ আসবে এই নিয়ে দেখা দেয় টান টান উত্তেজনা। বিদ্যুতের অভাবে জন জীবন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। রাত ৩:১৪ মিনিটে বিদ্যুৎ ফিরে এলে জন জীবন স্বাভাবিক হয়ে আসে। সপ্তাহের শেষ দিকে তাপমাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রবাসে বাংলার মুখ মানেই বাংলা পাঠশালা

বাংলা পাঠশালায় আপনার অনুদান প্রবাসে বাংলা ভাষার সম্প্রসারন করবে

লস এঞ্জেলেস কাউন্টি ফেয়ার ২০০৭। বাংলাদেশ সহ একুশটি দেশ লস এঞ্জেলেস কাউন্টি ফেয়ারে অংশগ্রহণ করে। প্রতি বছরের মতো বাংলা পাঠশালা লস এঞ্জেলেস এবারও প্রমাণ করলো এই প্রবাসে যেখানে বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হয় সেখানে বাংলা পাঠশালা লস এঞ্জেলেস নিষ্ঠার সাথে বাংলাদেশের দেশের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে এক ধাপ এগিয়ে আসে। লস এঞ্জেলেস কাউন্টি ফেয়ার ২০০৭, উদ্বোধন হয় গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৭, শুক্রবার সিটি অব প্যানোরমার ফেয়ারপ্ল্যাসে। কিন্তু প্যারেড প্রতিবারের মতো এবারও ৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার দুপুর ১২টায় শুরু হয়। উক্ত প্যারেডের লীড দেয় যৌথভাবে বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল অফিস অব লস এঞ্জেলেস এবং বাংলা পাঠশালা লস এঞ্জেলেস। বাংলা পাঠশালা লস এঞ্জেলেস-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করেন পরিচালক আব্রাহাম শফিক, অভিভাবক উপদেষ্টা মিলি, বিলকিস পারভিন, মফিজুর রহমান, মোঃ খায়ের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ এম হোসেন বাবু, সৈকত, ইয়েন, রেজোয়ান, ফাতেমা, আকলিমা, খুশি, বিনতাল, বিজয়া, সৌরভ, উপমা, সুষমা, টারজানা, তাপসী, মিসেস নার্গিস রহমান তোয়াসিন, মিসেস মফিজুর রহমান এবং বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল অফিস অব লস এঞ্জেলেসের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন কনসাল শাহ আহম্মেদ শফী ও ভাইস কনসাল জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম।

লস এঞ্জেলেসে যথাযথভাবে দুই দিন শবেবরাত উদযাপিত হয়েছে

একুশ রিপোর্ট
লস এঞ্জেলেসে আল ফালাহ মসজিদে গত ২৭ আগস্ট, ২০০৭ দিবাগত রাতে শবেবরাত উদযাপন করে। সারা রাত এবাদত বন্দেগী চলে। অনেক ঘরে হালুয়া রান্না করে এবং নামাজ আদায় করেছে বলে জানা গেছে। অনেকে ২৮ আগস্ট, ২০০৭ দিবাগত রাতে শবেবরাত পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশে ২৯ আগস্ট, ২০০৭ দিবাগত রাতে শবেবরাত পালিত হয় এবং ৩০ আগস্ট সরকারী ছুটি থাকে। এর ফলে অনুমান করা যায় যে, এবারও কোন দিন থেকে রোজা রাখা শুরু হবে তা নিয়েও দ্বিমত থাকবে এবং ভিন্ন ভিন্ন দিনে ঈদের নামাজ আদায় হবে।
একুশ-এর অফিসে কল করে জনৈক প্রবাসী অভিযোগ করেন যে ভারমন্ট মসজিদের কর্তৃপক্ষ কি ধরণের মুসলমান, শবেবরাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতে পারলো না। তারা বলে, শবেবরাত কি তাই তারা জানে না। এখানে উল্লেখ্য যে, সারা বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায়ের শুধুমাত্র ইন্দো-পাক সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে শবেবরাত পালিত হয়। আরব জাহানে শবেবরাত বলে কোন উৎসব পালিত হয় না।